ধর্ষন- একটি সামাজিক ব্যাধি

-দেবাশিষ দাস

১৬-ই ডিসেম্বর, ২০১২. বছর বিদায়ের প্রায় শেষ লগ্নে। হিমেল কুয়াশার চাদরে মোড়া সমগ্র শহর। যখর আগত বড়দিনের কেনাকাটায় ব্যস্ত, ব্যস্ত যখন হিমেল পরশে পারস্পরিক উষ্ণতার ছোঁয়ায় ঘুড়ে বেড়ানোর, ঠিক তখনই দেশের রাজধানীর সাকেত্ অঞ্চল থেকে দ্বারকাগামী একটি চলন্ত বাসে ছয়জন মদমত্ত যুবক তাদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করছিল এক যুবতীর উপর, আর শুধু লালসা চরিতার্থ করা নয়, পাশবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে লোহার রড দিয়ে বারবার আঘাত হেনেছিল তার গোপনতম অঙ্গে। পরবর্তীতে এ ঘটনার আবহে শুধু দেশের রাজধানী নয়, জেগে উঠছিল সমগ্র ভারত, আবার কিছুকাল পরে ঠিক আগের মতো ঘুমিয়ে পরে এ ভারত।

২০১১ সালে রাজস্থানের ভানওয়াড়ি দেবীর ঘটনা, ২০১৩ সালের Mumbai Gang Rape, ২০১৫ সালে ৭১ বর্ষীয়া ক্যাথলিক নান্-এর জনধর্ষন এবং এই তালিকা অসীম এবং অফুরন্ত।

ধর্ষণ - একটি সামজিক ও মানসিক ব্যাধি। এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শুদ্ধিকারণের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তন করে এ দেশ। ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন দেশ ও দেশবাসি ভোগ্বাদের অসারতার কথা প্রকাশ করতে এগিয়ে চলে, ঠিক তখনই এ দেশের বুকে সংগঠিত হয় নারকীয় অপরাধসমূহ। আর ঘটনা পরবর্তী কালে রাজনীতির কর্দয রূপে কালিমালিপ্ত হয় এ দেশ।

২০১২ সালে N.C.R.B প্রদত্ত Rape Statistics এ দেশে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যার উপর সংগঠিত ধর্ষণ এর হারের উপর একটি তথ্য প্রকাশ করা হয়। এবং চমকে দেওয়ার মত তথ্য হল এ সারিতে আশতীত ভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে আমাদের ছোট রাজ্য ত্রিপুরা।

২০১২ সালে দিল্লী গনধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে মুখরিত হয় এ রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা। সংগঠিত হয় মোমবাতি মিছিল, পদযাত্রা, পথনাটক আরও কত কি ! এবং স্বাভাবিক ভাবেই ইহা সুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

কিন্তু শান্তি ও সম্প্রীতির ধ্বজাধারী এ রাজ্যের জনগন এবং রঙ নির্বিশেষে এ রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তাব্যাক্তিরা কিংবা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র এবং যুব সংগঠনের কেউই এ রাজ্যে নিয়ত ঘটে চলা নারী নির্যাতন নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারন করে না।

ঠিক দিল্লীর মতোই এ রাজ্যেও চলন্ত বাসে ঘটেছিল ধর্ষণ, ধর্ষণ হয় পাঁচ বছরের শিশু কন্যার উপর, ধর্ষণ হয় জনৈকা বৃদ্ধার উপর। কিন্তু কোনো এক অশরীরি যাদুমন্ত্রে ছায়াবৃত হয়ে গা-ঢাকা দেয় এ রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা। আর তাই প্রতিনিয়ত ধর্ষিতা হয় এ রাজ্যের নারীরা।

ভারতে সু-প্রাচীন কাল থেকেই নারীরা পুরুষের সাথে সমমর্যাদায় এগিয়ে চলেছিল। বৈদিক পরবর্তী যুগে এ চিত্র পাল্টে যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকাশ লাভ ও আর্থ: সামজিক ব্যবস্থার

অধ:পতন এ দেশে জন্ম দিতে থাকে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধীর।

আধুনিকতার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার পিছনে পদদলিত হতে থাকে এ দেশের নারী সমাজ। পঙ্কিলে পরিণত হয় দেশের একাংশ লোকের মানসিকতা। একদিকে যখন মঙ্গলযান দেশের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে তখন অন্যদিকে ভারতের পরিচয় বর্হিবিশ্বে হয় এই- "India is worst among all G-20 nations for women."

তাই, সময় এখন পরিবর্তনের। পরিবর্তন মানেই পুরানো কাপড়ের পরিবর্তে নতুন কাপড় পরিধান করা নয়। পরিবর্তন দরকার দেশের যুব সমাজের। প্রয়োজন যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে উদবুদ্ধ করার। যাতে করে দেশ-বিরোধী ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের শক্ত হাতে তারা দমন করতে পারে। তা হোক না সে কার্যকলাপ J.N.U কিংবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। দরকার নেই ঈশ্বরের সামনে নত মস্তকে কোনো চমৎকারের আশায় মন্দির মস্‌জিদ কিংবা গীর্জার বাইরে লাইন দিয়ে দারানোর, প্রয়োজন শুধু বাহুতে অমিত শক্তি ও বুকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে অসুরনিধনে ব্রতী হওয়া, ব্রতী হওয়া নারীর অধিকার রক্ষায়...তখনই হবে প্রকৃত নারীর পূজা, তখনই সার্থক হবে দূর্গাপূজা ॥